দৈনিক বাংলা

017

তারিখ 26 NOV 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

সেই ভয়াল ভর্তি পরীক্ষা

রেজোয়ান সিদ্দিকী

সেই ভয়াল ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। নগরীর নামী-দামী স্কুলগুলোর সামনে সহস্র অভিভাবক আর শিশু ছাত্রছাত্রীর ভিড়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কোথায়ও কোথায়ও পুলিশ পাহারা। আসন সংখ্যার চার গুণ, পাঁচ গুণ ছয় গুণ দরখাস্ত। ভেতরে পরীক্ষা। ভাগ্যেরই দুরূহ পরীক্ষা বলা যায়। বাইরে উৎকণ্ঠিত সন্ত্রস্ত অভিভাবক। আশা একটাই, ভাল স্কুলে নিজের সন্তানকে ভর্তি করবেন তারা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন যারা, তাদের সৌভাগ্যে হয়ত ঈর্ষান্বিত হবেন অনেকে। পরীক্ষার হল থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে আসে হাসিমুখে, কারও চোখে কান্না। বিপন্ন অভিভাবকরা একটি স্কুলের বন্ধ দরোজা থেকে ফিরে যান অন্য স্কুলে। ফের আশা, ভাল স্কুলে ভর্তি করবেন সন্তানকে।

এটাই ভর্তির মওসুম। স্কুলে যাবার মত বয়সের সন্তান আছে যাদের ঘরে, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে তারা অপেক্ষা করেন। কারও কারও জন্য একটা ভয়াল সময় এই ভর্তির মওসুম। কোন বিশেষ স্কুলে ভর্তি করার জন্যে ছ মাস আগে থেকে সেই স্কুলের শিক্ষককে দিয়ে নিজের সন্তানকে প্রাইভেট পড়াচেছন অনেকে। কোনো কোনো ভাল স্কুলের নিয়ম আবার অন্য রকম। স্কুলের ফান্ডে মোটা অংকের ডোনেশন দিলেও ভর্তি করা যায় ছেলেমেয়েকে। সেই টাকা সংগ্রহের ধান্ধায় ছোটেন অনেকে। কেউ পারেন, কেউ পারেন না। যিনি স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কোনো পন্থায়ই তার সন্তানকে কোনো ভাল স্কুলে ভর্তি করতে পারেন না, তার জন্য ভয়াল বৈ কি সময়টা।

স্বাভাবিকভাবেই স্কুলগুলোর এই ভর্তি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণের সংখ্যাই বেশি। আসন সীমিত। ফলে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ক্ষুদ্র অংশ মাত্রই স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক পথে শেষ পর্যন্ত ভর্তির সুযোগ পায়। বাকীরা অপেক্ষা করেন। তারপর অপছন্দের কোনো স্কুলে কিংবা কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করেন অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের। অপেক্ষা করেন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আরও যত্ন নেন। পরের বছর আবার প্রার্থিত স্কুলে নিজের ছেলেমেয়েকে ভর্তি করার চেষ্টা করেন। আবার মোকাবিলা করেন সেই ভয়াল ভর্তি পরীক্ষা। সন্তানের নয়, এ পরীক্ষা অভিভাবকেরই।

বেশির ভাগ স্কুলেই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি। অন্যান্য শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই এই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে নগরে নানান ব্যবসা, নানান হুজ্জোত। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করানোর জন্য দু'তিন বছর আগে থেকে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে ছেলেমেয়েদের পড়ান অভিভাবকরা। সেই সুযোগে রাজধানীতে কিন্ডারগার্টেনের জমজমাট ব্যবসা। এছাড়াও ভর্তির মওসুম শুরু হবার আগে অন্যান্য কাজ ফেলে বহু অভিভাবক নিজেই পড়াতে বসেন সন্তানকে। চেষ্টা করেন সাধ্যমত। কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হয় না। হাজার হাজার অভিভাবক প্রার্থিত স্কুলে ভর্তি করতে ব্যর্থ হন তার সন্তানকে।

সোমবারের দৈনিক বাংলায়ই নগরের ভর্তি পরীক্ষা সংকটের একটি সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। ভিকারুননেসা নূন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছিল রোববার। স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে চারটি সেকশনে দুই শ আসনে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে ৭০৩ জন শিশু। এই পরীক্ষার সময় শত শত অভিভাবক অপেক্ষা করেছেন বাইরে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে। অভিভাবকদের এই ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ, হিমশিম খেয়েছে আহূত পুলিশ বাহিনীও।

এই চিত্র বিচ্ছিন্ন নয়। এ ধরনের নামী-দামী যে কোনো স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় একই চিত্র পাওয়া যাবে। সকল স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। সবে শুরু। কিন্তু এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে কোথায়ও কোথায়ও অসহায়, কোথায়ও কোথায়ও মরিয়া অভিভাবকরা ছুটছেন ধরাধরির জন্য। শেষ পর্যন্ত কারও যদি কোটি আসন মেলে।

ভর্তি পরীক্ষার এই ছবি খুব নতুন নয়। কিন্তু প্রতি বছরই এই সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এর কোন সুষ্ঠু সমাধানের পথ কেউই খুঁজে বের করতে পারছেন না। এখানে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর তুলনায় স্কুলের সংখ্যা কম সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাল স্কুলের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র। সে কারণে ভিড়টা এখানে বেশি, সংকটটাও এখানে বেশি।

গত এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে শহরের মাত্র কয়েকটি সরকারী-বেসরকারী স্কুল তাদের অব্যাহত সুনাম বজায় রেখেছে। পুরনো তালিকায় নতুন নাম যুক্ত হয়নি বললেই চলে। বরং ফিকে হয়ে গেছে অনেক নাম। নামী স্কুলগুলোতে পড়ানোর মান, পরীক্ষার রেজাল্ট আছে প্রথম কাতারে। ফলে এখানেই ভিড় করেন অভিভাবকরা। তাদের আশা সন্তান যদি ভর্তি করা যায় এমন স্কুলে, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে সে ভাল রেজাল্ট করবে। উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবে। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানেও। ভাল স্কুলে পড়িয়ে ভাল রেজাল্ট না করাতে পারলে সেই সন্তানের ভবিষ্যতও আমাদের সমাজে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তাই ভর্তি পরীক্ষা এত বিপন্ন আর অসহায় করে তোলে আমাদের অভিভাবকদেরকে।

কিন্তু অন্যত্রও আমাদের প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন হচ্ছে নগরীর তথা দেশের অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী স্কুলের লেখাপড়ার মানে এই ফারাক দূর হয় না কেন? পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট কেন সুনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে গুটি কয়েক স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে? কেন পেছনে পড়া স্কুলগুলো কিছুতেই রেজাল্ট নিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে পারে না? কেন সকল স্কুলে পড়াশোনার অভিন্ন মান নিশ্চিত করা যায় না? কেন প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষা এক ভয়াল আতংক নিয়ে এসে হাজির হয় অভিভাবকদের দরজায়?

এক কথায় এর জবাব পাওয়া মুশকিল। আসলে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েগেছে স্কুলভেদে শিক্ষার মানে পার্থক্য। এ কারণে ভিড়-জনিত ডোনেশন টিউশানি কেন্দ্রীভূত হয়েছে নগরীর মাত্র কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ তথা সুষম শিক্ষার জন্য এই অবস্থার আশু অবসান জরুরী প্রয়োজন। তবে দেখা যায়, নামী যে স্কুলগুলো, তারা সচ্ছলও। সঙ্গতিহীন স্কুলগুলো সুনাম অর্জন করতে পারেনি। এর পেছনে কারণও আছে। সংকট আছে শিক্ষাদানে। বেসরকারী স্কুলগুলোর আর্থিক সঙ্গতি কোথাও কোথাও নেই বললেই চলে। তারা শুধু মাত্র সরকারী ভাতার ওপর নির্ভরশীল। তিন মাসান্তে ওই ভাতাটুকুরই ভরসায় শিক্ষাদানের 'মহান' পেশা আঁকড়ে ধরে আছেন হাজারো শিক্ষক। মহান পেশা শিক্ষকতা। শিক্ষকেরা মানুষ তৈরির কারিগরও। কিন্তু যে কারিগরের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ন্যূনতম আর্থিক নিশ্চয়তাটুকু নেই তার কাছ থেকে সেই ডেডিকেশন বা নিষ্ঠা আশাই বা করি কি করে। সে কারণে সঙ্গতিহীন স্কুলগুলোতে নেই দক্ষ শিক্ষক নেই শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় উপকরণ, নেই শিক্ষার ন্যূনতম মানের নিশ্চয়তা। শিক্ষকদের ন্যূনতম অভাব পূরণের পর আসে নিষ্ঠার প্রশ্ন। তারপর ডেডিকেশন।

সেই প্রেক্ষিতে এখন সবচেয়ে যা জরুরী, তা হলো শিক্ষার ন্যূনতম অভিন্ন মান নিশ্চিত করা। এ উদ্যোগ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য দরকার সমন্বিত ও সামগ্রিক পরিকল্পনা।

এ ব্যাপারে আশু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা গেলে ভর্তি পরীক্ষার ভয়াবহতা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না অভিভাবকগণ। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়তেই থাকবে, ভাল রেজাল্ট আরও সীমাবদ্ধ হতে থাকবে হাতে গোনা কয়েকটি স্কুলে। আর সেই সব স্কুলের বন্ধ দরজায় মাথা কুটে মরতে থাকবেন স্কুলগামী সন্তানের অভিভাবকরা, এই বিপন্ন সন্ত্রস্ত অভিভাবকদের মতো আমরাও চাই, ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে তাদের যেন স্কুলের দুয়ারে দুয়ারে ধরণা দিতে না হয়। যেন তাদের সন্তানের সুশিক্ষার জন্য গুটিকয় স্কুলের ওপর নির্ভর করতে না হয়। যেন ভর্তিচ্ছু শিশুর অভিভাবকদের পুলিশ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ না করতে হয়। যেন ভর্তি পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে কোন অভিভাবককে তদবির-উৎকোচ ডোনেশন নিয়ে ছুটোছুটি করতে না হয়। আমরা চাই শিক্ষার সমান সুযোগ সম্প্রসারিত হোক প্রতিটি মানুষের দুয়ারে। এই বিপন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি পান অভিভাবকগণ।